দৈনিক বাংলা

10 SEP 1989

077

বোর্ডের পরীক্ষা পরিচালনা : কিছু বক্তব্য

সম্প্রতি দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমগুলো কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের সাথে দেশ-

বাসীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এটা ভাল কথা।

কিন্তু আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে বিটিভি শুরু মাত্র ঢাকা নগরীর কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীর পরিচিতিই তুলে ধরেছে।

তাছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব অনিয়মের কথা প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কেও জনমনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে।

প্রথমত : ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাই নাকি ঢাকা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন যা বোর্ডের অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। সাধারণতঃ এক জেলার উত্তর পত্র অন্য জেলায় পাঠানো হয়ে থাকে যাতে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক সকল ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাপনায় গোপনীয়তা তো থাকেই না বরং পরীক্ষকগণ বিভিন্ন মহলের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন যার ফলে উত্তর পত্রের সঠিক মূল্যায়ন সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত : নগরীর একটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালনকালে অন্যায়ভাবে নম্বর বাড়ানোর সমস্ত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক জন হাতেনাতে ধরা পড়েন। এতে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা বোর্ড। দীর্ঘ দিন থেকে এই প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং জনমনে এর নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সুদৃঢ় আস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিভিন্ন বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তর পত্র বিতরণ, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। অনেকে বোর্ডে প্রভাবশালী মহলের প্রভাব এবং স্বজনপ্রীতির আভাস পেয়েছেন বলেও জানান। প্রধান পরীক্ষক অনিয়ম অথবা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ সত্য মিথ্যা যাই হোক, এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং আনিয়মতান্ত্রিক পরিচালনার মূলতঃ দুর্নীতির সহায়ক হতে পারে বলে আমরা মনে করি

দেশের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন ভিসি কিছু দিন পূর্বে একটি দৈনিকে পরীক্ষায় দুর্নীতি বিষয়ক এক নিবন্ধে জাতির সামনে যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা আকেল মন্দ-এর জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কে শোনে ধর্মের কাহিনী। যেখানে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন সেস্থানে অর্থাৎ প্রধান পরীক্ষকের বাড়িতে পরীক্ষার্থীদের প্রভাবশালী অভিভাবকদের নিয়ে 'মচ্ছব' অনুষ্ঠিত হয় কেন?

আশার কথা, সরকার ইতিমধ্যেই পরীক্ষায় দুর্নীতি সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারের এই নীতিকে আমরা অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুপ্রেরণামূলক। চার বোর্ডের শীর্ষ স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা যাতে এ ধরনের জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার।

জহিরুল হক,
২৮ নং তোপখানা রোড, ঢাকা।